14055 - মানবজাতরি ধর্মরে প্রয়োজন কনে?

প্রশ্ন

মানুষরে ধর্মরে প্রয়োজন কনে? মানুষরে জীবন নয়িন্ত্রণ করার জন্য মানব-রচতি আইনকানুনই কি যথষ্টে নয়?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ধর্মরে প্রতি মানুষরে মুখাপক্ষেতিা জীবনরে অন্য সব জরুরী বষিয়রে প্রতি মুখাপক্ষেতিার চয়েে মুখ্য। কারণ মানুষকে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টরি পয়ন্টেগুলো জানা আবশ্যক। তাকে অবশ্যই এমন কছিু করতে হবে যা তার কল্যাণ সাধন করে এবং এমন কছিু করতে হবে যা তার অনষ্টিকে প্রতহিত করে। শরীয়ত-ই পার্থক্য নর্িণয় করতে পারে কোন কাজ উপকারী ও কোন কাজ ক্ষতকির। শরীয়ত সৃষ্টরি প্রতি আল্লাহর ইনসাফ এবং বান্দাদরে মাঝে এটি আল্লাহর নূর। শরীয়ত ছাড়া মানুষরে জন্য বসবাস করা সম্ভবপর নয়; যার মাধ্যমে তারা করণীয় ও বর্জনীয় বষিয়রে মাঝে পার্থক্য করতে পারব।ে

মানুষরে যহেতেু ইচ্ছাশক্তি আছে সহেতেু তাকে জানতইে হবে সে কী চায়? সটো কি উপকারী; নাকি ক্ষতকির? সটো কি তার কল্যাণ করব;ে নাকি তাকে ধ্বংস করে দবি?ে

এর কছিু বষিয় হয়তো কছিু মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তি (ফতিরাত) দয়িে জানতে পার।ে কছিু বষিয় নজিরে ববিকে-বুদ্ধি খাটয়িে যুক্তি-প্রমাণরে মাধ্যমে অবগত হতে পার।ে আর কছিু বষিয় ততক্ষণ পর্যন্ত জানতে পারে না যতক্ষণ না রাসূলরো সগেুলো তাদরেকে জানায়, ব্যাখ্যা করে এবং সগেুলোর দকিে দকি-নর্িদশেনা প্রদান কর।ে[দখেুন: শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইময়িযার আত-তাদমুরয়িযা (পৃ. ২১৩, ২১৪) ও মফিতাহু দারসি স'আদাহ (খণ্ড: ২, পৃ. ৩৮৩)]

নাস্তক্যিবাদী বস্তুবাদী মতাদর্শগুলো যত বাড়াবাড়ি করুক, যত চাকচক্য দখোক এবং নানা প্রকার চন্তিা ও মতাদর্শ নয়িে হাজরি হোক না কনে সগেুলো ব্যক্তি ও সমাজরে জন্য সঠকি ধর্মরে বকিল্প নয় এবং আত্মা ও শরীররে প্রয়োজন মটোতে সক্ষম নয়। বরং ব্যক্তি যত বশেি এ মতাদর্শগুলোর গভীরে প্রবশে করবে তত বশেি সে নশ্চিতি হবে যে এগুলো তাকে নরিাপত্তা দতিে পারে না, তার পপিাসা মটোতে পারে না। এগুলো ছড়েে সঠকি ধর্মে ফরিে আসা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নইে। আর্নস্টে রনোন বলনে: "আমরা যা কছিুকে ভালোবাসি তার সবই ফুরয়িে যতেে পার।ে ববিকে-বুদ্ধি, বজ্ঞিান ও শল্পি ব্যবহাররে জীবন বাতলি হয়ে যতেে পার,ে কন্তিু ধার্মকিতা বাতলি হওয়া অসম্ভব। বরং ধর্ম টকিে থাকব।ে বস্তুবাদী মতাদর্শ

বাতলি হওয়ার পক্ষে প্রমাণ হসিবে; যে মতাদর্শ মানুষকে পার্থবি জীবনরে নকিৃষ্ট সংকীর্ণতায় বঁধে ফলেতে চায়।"[দখেুন: আব্দুল্লাহ দাররায রচতি 'আদ-দ্বীন' (পৃ. ৮৭)]

মুহাম্মাদ ফরীদ ওয়াজদী বলনে: "ধার্মকিতার চন্তিা বলিুপ্ত হয়ে যাওয়া অসম্ভব। কারণ এটি মানুষরে সর্বোত্তম মানবকি ঝোঁক ও শ্রষ্ঠেতম অনুভূতি। এমন এক ঝোঁক যা মানুষরে মাথাকে উন্নীত কর।ে এই ঝোঁক আরও বৃদ্ধি পতেে থাকব।ে মানুষ যতদনি ববিকে-বুদ্ধি সম্পন্ন থকেে সুন্দর ও অসুন্দরকে চনিতে সমর্থ হবে ততদনি স্বভাবজাত ধার্মকিতা তাকে তাড়য়িে বড়োব।ে তার অনুধাবনরে মাত্রা যত উঁচু হব,ে জ্ঞান-গরমিা যত বৃদ্ধি পাবে তার মাঝে এ সহজাত ধার্মকিতা ততই প্রবল হব।ে"।[প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭]

যখন মানুষ তার প্রভু থকেে দূরে সরে যায় তখন সে তার বোধগম্যতার মাত্রা ও জ্ঞানরে প্রশস্ততা অনুসারে বুঝতে পারে যে, নজিরে প্রভু ও তাঁর জন্য করণীয় সম্পর্কে সে কত অজ্ঞ, নজিরে সম্পর্কওে সে কত অজ্ঞ, তার জন্য কী ভালো, কী খারাপ, কীসে তাকে সুখী করবে এবং কীসে তাকে অসুখী করবে সে সম্পর্কওে সে কত অজ্ঞ। সে বুঝতে পারে যে, জ্যোতির্বদি্যা, ছায়াপথ বজি্ঞান, কম্পউিটার বজি্ঞান, নউিক্লয়িাসরে খুঁটনিাটি সম্পর্কে সে কত অজ্ঞ...। তখন সে জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মপ্রবঞ্চনা ও অহংকার থকেে বনিয় ও আত্মসমর্পনরে দকিে ফরিে আসে এবং বশি্বাস করে যে, এসব জ্ঞান-বজি্ঞানরে পছেনে একজন প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী আছনে, প্রকৃতরি পছেনে একজন সর্বশক্তমিান স্রষ্টা আছনে। এই সত্য একজন ন্যায়-বচিারক গবষেককে অদৃশ্যরে প্রতি ঈমান আনতে, সঠকি ধর্ম গ্রহণ করতে এবং মানুষরে সহজাত প্রবৃত্তরি ডাকে সাড়া দতিে বাধ্য কর...। যা থকেে বচ্ছিন্নি হয়ে পড়লে একজন মানুষরে সহজাত প্রবৃত্তি বকিৃত হয়ে যায় এবং সে নর্বিাক পশুর চয়েে অধমে পরণিত হয়।

এর থকেে আমরা এই সদ্ধিান্তে আসতে পারি যে, সত্য-দ্বীন গ্রহণ করা (যা আল্লাহর একত্ববাদ ও শরয়িত অনুযায়ী তাঁর দাসত্ব করার উপর নর্িভরশীল) জীবনরে জন্য একটি অপরহিার্য উপাদান; যাতে করে এর মাধ্যমে ব্যক্তি বশি্ব জগতরে প্রভুর জন্য নজিরে দাসত্বকে বাস্তবায়ন করতে পার,ে দুনয়িা ও আখরিাতে ক্লান্তি, অবসাদ ও দুর্ভাগ্য থকেে নজিকেে নরিাপদ ও সুখে রাখতে পার।ে মানুষরে যুক্তগিত শক্তকিে পরপিূর্ণ করবার জন্যওে এটি অপরহিার্য। এর মাধ্যমইে মানুষরে ববিকে তৃপ্তি খুঁজে পায়; এটি ছাড়া ববিকে তার উচ্চ আশা বাস্তবায়ন করতে পারে না।

এটি আত্মাকে শুদ্ধ করা ও আবগেকে পরচির্যা করবার জন্যওে অপরহিার্য উপাদান। কারণ মহৎ আবগেগুলো ধর্মীয় অঙ্গনে উর্বর ভূমি ও নরিবধি ঝরনা খুঁজে পায; লক্ষ্যরে নাগাল পায়।

এটি ইচ্ছাশক্তকিে পরপিূর্ণ করবার জন্যওে অপরহিার্য; যহেতেু এটি ইচ্ছাশক্তকিে সর্বোত্তম প্ররেণা ও শ্রষ্ঠে উদ্দীপনা সরবরাহ করে এবং নরিাশা ও হতাশার কারণগুলোকে প্রতরিোধ করার জন্য সর্বাধকি শক্তশিালী অস্ত্রে সুসজ্জতি কর।ে

কউে কউে বলে থাকে: "মানুষ স্বভাবতঃই সামাজকি", পূর্বরে আলোচনার আলোকে আমাদরে বলা উচতি: "মানুষ সহজাতভাবে

ধার্মকি।”[দখেুন: প্রাগুক্ত (পৃ. ৮৪, ৯৮)] কারণ মানুষ দুই প্রকার শক্তরি অধকিারী: জ্ঞানগত তত্ত্বীয় শক্তি ও জ্ঞানগত ইচ্ছাশক্তি। তার পূর্ণ সুখ-সৌভাগ্য এই দুই শক্তরি পূর্ণতার উপর নর্িভর কর।ে জ্ঞানগত শক্তি নম্নিোক্ত বষিয়গুলো জানার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ কর:ে

১- স্রষ্টা ও জীবকিাদাতা উপাস্যকে জানা, যনিি মানুষকে শূন্য থকেে সৃষ্টি করছেনে এবং তার উপর অজস্র নয়িামত ঢলেে দয়িছেনে।

২- আল্লাহর নাম ও গুণাবলি এবং কোন কোন বষিয়গুলো তাঁর জন্য আবশ্যকীয় সগেুলো জানা। তাছাড়া বান্দাদরে উপর এই নামগুলোর প্রভাব জানা।

৩- যইে রাস্তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে দয়ে সইে রাস্তা জানা।

৪- মানুষকে এই রাস্তাতে ও চরিন্তন সুখে পৌঁছতে বাধা দয়ে এমন প্রতবিন্ধকতা ও বপিদ-আপদগুলো জানা।

৫- নজিকেে সত্যকিারভাবে জানা। আপনার নজিরে কী প্রয়োজন, কী আপনার জন্য উপকারী বা অপকারী, নজিরে মাঝে বদ্যিমান গুণাবলি ও দোষ-ত্রুটগিুলো জানা।

এই পাঁচ প্রকার জানার মাধ্যমে মানুষ তার জ্ঞানগত শক্তকিে পরপিূর্ণ করতে পার।ে জ্ঞান ও ইচ্ছার শক্তি কখনও পরপিূর্ণতা পায় না যতক্ষণ না বান্দা তার উপর আল্লাহর অধকিারগুলো রক্ষা করে এবং নষ্ঠিার সাথ,ে আন্তরকিভাব,ে কল্যাণকামতিা, অনুসরণ ও অনুগ্রহরে স্বীকৃতি দয়িে সগেুলোকে পালন কর।ে এ শক্তদ্বিয় পরপিূর্ণতা পাওয়ার কোন উপায় নইে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। কারণ বান্দা আল্লাহর দকিে অপরহিার্যভাবে মুখাপক্ষেী তনিি যনে তাকে সরল পথ দখোন যভোবে তনিি তাঁর ওলদিরেকে (মত্রিদরেকে) পথ দখেয়িছেনে।[দখেুন: আল-ফাওয়াইদ (পৃ. ১৮-১৯)]

যখন আমরা জানতে পারলাম যে সঠকি ধর্ম মনরে বভিন্নি শক্তরি জন্য ঐশী মদদ, সুতরাং ধর্মই সমাজরে প্রতরিক্ষা ব্যূহ। কারণ মানবজীবন সমাজরে সদস্যদরে পারস্পরকি সহযোগতিা ছাড়া টকিে থাকতে পারে না। এই সহযোগতিা ততক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবায়তি হবে না যতক্ষণ না কোন একটি বধিান তাদরে সম্পর্কগুলোকে বধিবিদ্ধ করব,ে দায়ত্বিগুলো নর্িধারণ করবে এবং অধকিারগুলোকে নশ্চিতি করব।ে এ বধিানরে এমন কোন কর্তৃত্ব থাকা অনবিার্য যা কোন ব্যক্তকিে বধিান লঙ্ঘন করা থকেে প্রতহিত করব,ে বধিান মনেে চলতে উৎসাহতি করব,ে মানুষরে মনরে মধ্যে এর ভয় জাগ্রত রাখবে এবং এর সীমা অতক্রিম করা থকেে বারণ করব।ে কী সইে কর্তৃত্ব? আমি বলব: পৃথবিীর বুকে ধার্মকিতার শক্তরি মত বা এর কাছাকাছি অন্য কোনো শক্তি নাই; যে শক্তি আইনরে সম্মান করা নশ্চিতি করব,ে সামাজকি সংহতরি গ্যারান্টি দবি,ে শৃঙ্খলা স্থতিশীল রাখবে এবং শান্তি ও নরিাপত্তার উপায়-উপকরণ একত্রতি করব।ে

এর অন্তর্নহিতি কারণ হলো: মানুষ অন্য সকল প্রাণী থকেে এদকি থকেে আলাদা য,ে তার ঐচ্ছকি কাজকর্ম এমন কছিুর

দ্বারা পরিচালিত হয় যা চোখে দেখা যায় না ও কানে শোনা যায় না। তা হচ্ছে এমন এক ধর্মবিশ্বাস যা তার আত্মা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিশুদ্ধ করে। মানুষ সর্বদা বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত; সেটা সঠিক হোক বা ভুল হোক। যদি তার বিশ্বাস সঠিক হয় তাহলে তার সব কিছু সঠিক হয়। আর তার বিশ্বাস নষ্ট হলে সব কিছু নষ্ট হয়।

বিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাস উভয়টি মানুষের উপর স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষক। এই দু'টি (যেমনটি সর্বস্তরের মানুষদের মাঝে দেখা যায়) দুই প্রকার:

- সৎ গুণ, মানবিক মর্যাদা ও আরও যে সব মুক্ত মূল্যবোধ আছে সেগুলোর মূল্যে বিশ্বাস করা। উন্নত চরিত্রধারীরা যেগুলোকে লঙ্ঘন করতে সংকোচ বোধ করে; এমনকি যদি তাদেরকে এ লঙ্ঘনের বস্তুগত শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়া হয় তবুও।
- মহান আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাস রাখা যে তিনি সকল গোপন বিষয়াবলির পর্যবেক্ষক, তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সব বিষয় জানেন। তাঁর আদেশ-নিষেধে শরীয়তের কর্তৃত্বের উৎস। তাঁর প্রতি ভালোবাসা, তাঁকে ভয় করা কিংবা উভয়টির সমন্বয়ে অনুভূতিগুলো জ্বলে ওঠে। ... নিঃসন্দেহে উল্লেখিত প্রকারদ্বয়ের মধ্যে এই প্রকারটি মানুষের মনের উপর সর্বাধিক শক্তিশালী কর্তৃত্বশীল। কুপ্রবৃত্তির ঝড় ও আবেগ-অনুভূতির পরিবর্তনের মোকাবিলায় এই প্রকার বিশ্বাসই সর্বাধিক শক্তিশালী। সাধারণ ও বিশেষ মানুষদের মনে এটি সর্বাধিক দ্রুত পৌঁছে যায়।

এ কারণে ধর্ম হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক আচার-ব্যবহারকে ন্যায় ও ইনসাফের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করার শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়তা। এ কারণে ধর্ম একটি সামাজিক অনিবার্যতা। শরীরে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান যেমন, মানবজাতির মাঝে ধর্মের অবস্থান তেমন; এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।[দেখুন: আদ-দ্বীন (পৃ. ৯৮, ১০২)] যদি সাধারণভাবে ধর্মের এ মর্যাদা হয়ে থাকে, তবে আজকের বিশ্বে বহু ধর্ম ও ধর্মীয় গোষ্ঠী লক্ষ্যণীয়। আপনি দেখবেন, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট ও তাদের ধর্মকে আঁকড়ে ধরে আছে। কিন্তু, কোনটি সঠিক ধর্ম যা মানবাত্মা যে লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় সেটি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে? সঠিক ধর্মের মূলনীতিগুলোই বা কী?